বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭
www.bteb.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.১৭.০০০০.২০২.৩৭.২২.০১ তারিখ ঃ ০২-০১-২০২২ খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি বিষয়ে পরিচালিত এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) শিক্ষাক্রম ও স্পেশালাইজেশনের পরিবর্তিত নাম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিবর্তিত কোড সংযোজনসহ বিদ্যমান প্রবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রমের প্রবিধান-২০২২ সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রকাশ করা হলো। প্রবিধান-২০২২, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর হবে।

২/১/২২
(প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাকাশিবো, ঢাকা
ফোন নং-০২-৫৫০০৬৫২৩

প্রাপক
১। অধ্যক্ষ, সকল বিএম কলেজ।
২। অধ্যক্ষ, সকল টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (বিএমটি শিক্ষাক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ)।

স্মারক নং-৫৭.১৭.০০০০.২০২.৩৭.২২.০১(৯) তারিখ ঃ ০২-০১-২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
১। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি), ঢাকা-১০০০
২। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। উপ সচিব (প্রশাসন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বোর্ড সভায় উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৫। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে আপলোডসহ পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের নাম ও পরিবর্তিত বিশেষায়িত বিষয়ের নাম ও কোডের ডাটা [যা ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে] সংরক্ষনের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৭। উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (বিএম), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯। নথি।

০২/০১/২০২২
(মোহাম্মদ সাজজাদ মুফতী)
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাকাশিবো, ঢাকা

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৮/সি, শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।
www.bteb.gov.bd

এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রম
(০২ বছর মেয়াদি)

প্রবিধান-২০২২
(২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর)

এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রম প্রবিধান-২০২২

১. শিক্ষাক্রমের নাম ও মেয়াদ (Name and Duration of Curriculum):

১.১ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি বিষয়ে পরিচালিত এ শিক্ষাক্রমের নাম হবে এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি);

১.২ এ শিক্ষাক্রমের আওতাধীন ০৫ (পাঁচ)টি স্পেশালাইজেশন থাকবে। যথা: ক. ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস খ. হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট গ. কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেম ঘ. ফাইন্যান্সিয়াল প্রাকটিসেস এবং ঙ. ই-বিজনেস;

১.৩ এ শিক্ষাক্রমের মেয়াদ হবে দু'বছর, যা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে বাস্তবায়ন করা হবে;

১.৪ প্রতি বর্ষের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ ৩৬ কার্য সপ্তাহ এবং প্রতি কার্য সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ পিরিয়ড ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পিরিয়ডের সময়কাল হবে ৪৫ মিনিট, তবে ব্যবহারিক বিষয়ে তিন পিরিয়ড একত্রে একটি ক্লাস হবে। প্রতি শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদেরকে ৪(চার) সপ্তাহ মেয়াদি সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশনের শিল্প কারখানায়/কর্মক্ষেত্রে বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট)-এ অংশগ্রহণ করতে হবে। বাস্তব প্রশিক্ষণ একটি বিষয় হিসেবে গণ্য হবে;

১.৫ এ প্রবিধান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রম অনুমোদিত সকল প্রতিষ্ঠানে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হবে;

১.৬ কর্মসংস্থানের সুযোগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এ শিক্ষাক্রমে নতুন স্পেশালাইজেশন সংযোজন করা যাবে। এক্ষেত্রে উক্ত স্পেশালাইজেশনের ক্রেডিট ও সময়সীমা প্রচলিত/বিদ্যমান শিক্ষাক্রমের অনুরূপ হতে হবে।

২.০ শিক্ষাক্রম কাঠামো (Framework of Curriculum):

২.১ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রমের একাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ এবং এর সাপ্তাহিক পিরিয়ড ও নম্বর বিন্যাসঃ

ক্রঃ নং	বিষয় কোড	একাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ	পিরিয়ড ও নম্বর বিন্যাস							মোট
		আবশ্যিক বিষয়	পিরিয়ড			নম্বর বিন্যাস				
			তত্ত্বীয়	ব্যবঃ	মোট	তত্ত্বীয়		ব্যবহারিক		
						ধাঃ মূঃ	চুঃ মূঃ	ধাঃ মূঃ	চুঃ মূঃ	
১.	২১৮১১	বাংলা-১	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
২.	২১৮১২	ইংরেজী-১	৪	০	৪	৪০	৬০	০	০	১০০
৩.	২১৮১৩	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন-১	১	৩	৪	২০	৩০	২৫	২৫	১০০
৪.	২১৮১৪	ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান	৩	৩	৬	৩০	৪৫	১২	১৩	১০০
৫.	২১৮১৫	হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-১	৩	৩	৬	৩০	৪৫	১২	১৩	১০০
৬.	২১৮১৬	অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
৭.	২১৮১৭	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-১	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
৮.	২১৮১৮	মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ-১	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
৯.		**নৈর্বচনিক বিষয় ১টি এবং ঐচ্ছিক বিষয় ১টি**								
	২৩১১৮	কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেম-১	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩২১৮	ফিন্যান্সিয়াল কাস্টমার সার্ভিসেস-১	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩৩১৮	ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস-১	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩৪১৮	ই-বিজনেস	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩৫১৮	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট-১	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
১০	২**৮১	শিল্পকারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ (৪ সপ্তাহ)							১০০	১০০
মোট			২৫	১৫	৪০	৩২০	৪৮০	৯৯	২০১	১১০০
						৮০০		৩০০		
ঐচ্ছিক বিষয়			২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
সর্বমোট										১৩০০

ধাঃ মুঃ = ধারাবাহিক মূল্যায়ন

চুঃ মুঃ = চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ব্যবঃ = ব্যবহারিক

** = স্পেশালাইজেশন কোড বসাতে হবে।

মোহাম্মদ সাজজাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

প্রকৌ: ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭

২.২ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রমের দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ এবং এর সাপ্তাহিক পিরিয়ড ও নম্বর বিন্যাসঃ

ক্রঃনং	বিষয় কোড	দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়সমূহ	পিরিয়ড ও নম্বর বিন্যাস							মোট
		আবশ্যিক বিষয়	পিরিয়ড			নম্বর বিন্যাস				
			তত্ত্বীয়	ব্যবঃ	মোট	তত্ত্বীয়		ব্যবহারিক		
						ধাঃ মূঃ	চূঃ মূঃ	ধাঃ মূঃ	চূঃ মূঃ	
১.	২১৮২১	বাংলা- ২	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
২.	২১৮২২	ইংরেজী- ২	৪	০	৪	৪০	৬০	০	০	১০০
৩.	২১৮২৩	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন-২	১	৩	৪	২০	৩০	২৫	২৫	১০০
৪.	২১৮২৪	বিজনেস ইংলিশ এন্ড কমিউনিকেশন	৩	৩	৬	৩০	৪৫	১২	১৩	১০০
৫.	২১৮২৫	হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ-২	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
৬.	২১৮২৬	অফিস ম্যানেজমেন্ট	৩	৩	৬	৩০	৪৫	১২	১৩	১০০
৭.	২১৮২৭	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-২	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
৮.	২১৮২৮	মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ-২	৩	০	৩	৪০	৬০	০	০	১০০
		নৈর্বচনিক বিষয় ১টি এবং ঐচ্ছিক বিষয় ১টি								
৯.	২৩১২৮	কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেম-২	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩২২৮	ফিন্যান্সিয়াল কাস্টমার সার্ভিসেস-২	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩৩২৮	ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস-২	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩৪২৮	ই-মার্কেটিং	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
	২৩৫২৮	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট-২	২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
১০.	২**৮২	শিল্পকারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ (৪ সপ্তাহ)							১০০	১০০
মোট			২৫	১৫	৪০	৩২০	৪৮০	৯৯	২০১	১১০০
						৮০০		৩০০		
ঐচ্ছিক বিষয়			২	৬	৮	৪০	৬০	৫০	৫০	২০০
সর্বমোট										১৩০০

ধাঃ মূঃ = ধারাবাহিক মূল্যায়ন
চূঃ মূঃ = চুড়ান্তমূল্যায়ন
ব্যবঃ = ব্যবহারিক
** = স্পেশালাইজেশন কোড বসাতে হবে।

২.৩ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রমের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সমন্বিতভাবে বিষয়ের নাম ও নম্বর বিন্যাসঃ

বিষয় কোড	আবশ্যিক বিষয়	শ্রেণিভিত্তিক মোট নম্বর		বিষয়ের মোট নম্বর
		একাদশ	দ্বাদশ	
২১৮৩১	বাংলা	১০০	১০০	২০০
২১৮৩২	ইংরেজী	১০০	১০০	২০০
২১৮১৪	ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান	১০০	-	১০০
২১৮৩৫	হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ	১০০	১০০	২০০
২১৮১৬	অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভূগোল	১০০	-	১০০
২১৮২৪	বিজনেস ইংলিশ এন্ড কমিউনিকেশন	-	১০০	১০০
২১৮৩৭	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	১০০	১০০	২০০
২১৮২৬	অফিস ম্যানেজমেন্ট	-	১০০	১০০
২১৮৩৮	মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ	১০০	১০০	২০০
২১৮৩৩	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	১০০	১০০	২০০
২**৩৮	**নৈর্বচনিক বিষয়**	২০০	২০০	৪০০
২**৮৩	সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশনে বাস্তব প্রশিক্ষণ	১০০	১০০	২০০
	মোট ঃ	১১০০	১১০০	২২০০
	ঐচ্ছিক বিষয়	২০০	২০০	৪০০
	সর্বমোটঃ	১৩০০	১৩০০	২৬০০

মোহাম্মদ সাজ্জাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
(কারিকুলাম)
বোর্ড

২.৪ স্পেশালাইজেশনের নাম ও আওতাধীন নির্ধারিত বিষয়সমূহঃ

ক্রমিক নং	স্পেশালাইজেশনের কোড ও নাম		বিষয়ের নাম	
	কোড	নাম	একাদশ	দ্বাদশ
১.	৩১	কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেম	কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সিস্টেম-১	কম্পিউটাররাইজড একাউন্টিং সিস্টেম-২
২.	৩২	ফাইন্যান্সিয়াল প্রাকটিসেস	ফিন্যান্সিয়াল কাস্টমার সার্ভিসেস-১	ফিন্যান্সিয়াল কাস্টমার সার্ভিসেস-২
৩.	৩৩	ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস	ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস-১	ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস-২
৪.	৩৪	ই-বিজনেস	ই-বিজনেস	ই-মার্কেটিং
৫.	৩৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট-১	হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট-২

২.৫ শিক্ষার্থীগণ স্পেশালাইজেশন হিসেবে নৈর্বচনিক বিষয়সমূহ হতে প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত স্পেশালাইজেশনের যেকোনো একটি বিষয় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নির্বাচন করবে। অপরাপর নৈর্বচনিক বিষয় থেকে প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত স্পেশালাইজেশনের যেকোনো একটি বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে।

২.৬ পাঠ্যক্রম কাঠামোতে বিষয়/বিষয়সমূহের পরিবর্তন, নবায়ন ও সংযোজন এবং নতুন পাঠ্যসূচি সংযোজন ও বিদ্যমান পাঠ্যসূচি বিয়োজন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।

৩. ভর্তির যোগ্যতা ও পদ্ধতি (Qualification & Procedures of Admission) ঃ

৩.১ এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি) শিক্ষাক্রমের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;

৩.২ বোর্ডের ভর্তির নীতিমালা অনুসারে কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সুপারিশের আলোকে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

৪. নিবন্ধন (Registration)ঃ

৪.১ একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির পর বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নিবন্ধন তথ্য ফরম (RIF) পূরন করে বা বোর্ড নির্দেশিত পদ্ধতিতে Online- এর মাধ্যমে তথ্য ফরম পূরন করে নির্ধারিত ফি বোর্ডের অনুকূলে প্রদানপূর্বক ক্লাস শুরুর ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে;

৪.২ নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ভর্তির শিক্ষাবর্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে ৪(চার) শিক্ষাবর্ষ;

৪.৩ নিবন্ধনের মেয়াদ থাকা অবস্থায় কোন শিক্ষার্থী এ শিক্ষাক্রমে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে বোর্ড নির্ধারিত সংযোগ রক্ষাকারী ফি (রিটেনশন ফি) পরিশোধ করে রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে নিবন্ধনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এ নিবন্ধনের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর এবং এ সুযোগ শুধুমাত্র একবারই গ্রহণ করা যাবে। উক্ত সময়ের মধ্যে এ সুযোগ গ্রহণ করেও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে/এ সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী এ নিবন্ধনের আওতায় অধ্যায়নের আর কোন সুযোগ পাবে না;

৪.৪ এ শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত অবস্থায় কোনো শিক্ষার্থী অন্য কোন শিক্ষাক্রমে অথবা এ শিক্ষাক্রমের কোন স্পেশালাইজেশনে অধ্যায়নরত অবস্থায় অন্য কোনো স্পেশালাইজেশনে ভর্তি হতে বা অধ্যয়ন করতে পারবে না। এর ব্যত্যয় হলে তার নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে;

৪.৫ কোন শিক্ষার্থী ভর্তি বাতিল করতে চাইলে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মূল নিবন্ধনপত্র জমা প্রদান করে ভর্তি বাতিল করতে পারবে। ভর্তি বাতিল করে মূল নম্বরপত্র প্রতিষ্ঠান থেকে ফেরত নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরবর্তিতে নির্ধারিত ফিসহ মূল নিবন্ধনপত্র জমা প্রদান করে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা হতে শিক্ষার্থীর ভর্তিসহ নিবন্ধন বাতিল করতে হবে ।অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভর্তি বাতিল হলেও তা কার্যকর হবে না;

৪.৬ শিক্ষা কার্যক্রম পরিপন্থি কোনো কাজের সাথে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশের আলোকে শিক্ষার্থীর নিবন্ধন স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৫. বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার সাধারণ নিয়মাবলি (General Procedures of Board Final Examination) ঃ

৫. ১ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে মোট অনুষ্ঠিত ক্লাশের শতকরা ৮০ ভাগ উপস্থিত না থাকলে তাকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের অনুমতি বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না। তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পরিষদের সুপারিশক্রমে প্রতিষ্ঠান প্রধান শতকরা ১০ ভাগ অনুপস্থিতি মওকুফ করতে পারবে। বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমাপনী পরীক্ষার তথ্য ফরম (EIF) পূরনের দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ক্লাশের ভিত্তিতে হাজিরা গণনা করতে হবে;

মোহাম্মদ সাজজাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

৫.২ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত কোনো শিক্ষার্থী ধারাবাহিক মূল্যায়নে কোন বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অংশে পৃথক পৃথকভাবে উত্তীর্ণ না হলে সংশ্লিষ্ট বর্ষের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণের অনুমতি দেয়া যাবে না;

৫.৩ একাদশ শ্রেণিতে নিবন্ধনভুক্ত কোন শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য বা শিক্ষা পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো কারনে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে। এরূপ শিক্ষার্থী অব্যবহিত পরের শিক্ষাবর্ষে পুনঃভর্তি হয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করলে উক্ত শিক্ষার্থীর নিবন্ধন বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে এ সুযোগ শুধু একবারই গ্রহণ করা যাবে;

৫.৪ দ্বাদশ শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী নির্ধারিত হাজিরা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বা ধারাবাহিক মূল্যায়নে অকৃতকার্য বা শিক্ষা পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য অন্য কোনো কারনে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার ফরম পূরণে ব্যর্থ হলে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত পরবর্তি শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণিতে পুনঃভর্তি হয়ে অধ্যায়নের সুযোগ পাবে;

৫.৫ একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থীরা দ্বাদশ শ্রেণিতে সাময়িকভাবে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। ফলাফলে ঐচ্ছিক বিষয় বাদে আবশ্যিক বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ দুই বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে ও দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নের সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং এ সকল শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণিতে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যায়ন ও প্রবিধানের ধারা ৫.১ ও ৫.২ এর শর্তসমূহ প্রতিপালন করে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় এবং একাদশ শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষার সাথে বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদান করে একাদশ শ্রেণির অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে পরিপূরক পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৫.৫.১ একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয় বাদে আবশ্যিক বিষয়সমূহের মধ্যে তিন বা ততোধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে একাদশ শ্রেণিতে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যায়নের সাময়িকভাবে প্রদেয় সুযোগ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। এ সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদান করে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এ সুযোগ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে। একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে অনূর্ধ্ব দুই বিষয় (আবশ্যিক) অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের জন্য প্রবিধানের ধারা ৫.৫ প্রযোজ্য হবে;

৫.৫.২ একাদশ শ্রেণির পরিপূরক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে উক্ত শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে পরবর্তী একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরূপ শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলেও তাকে অকৃতকার্য ঘোষণা করা হবে। একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলেই তাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে;

৫.৫.৩ দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে পরবর্তী দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত সময়ে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা দিতে পারবে।

৫.৬ অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর এবং কৃতকার্য বিষয়সমূহের চূড়ান্ত মূল্যায়নের নম্বর বোর্ডে সংরক্ষিত থাকবে;

৫.৭ একাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) -এ অকৃতকার্য হলে তাকে দ্বাদশ শ্রেণি পাঠ্যবছরে ছুটিকালীন সময়ে অথবা পরবর্তী সময়ে দ্বাদশ শ্রেণির বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) পরবর্তী কোনো সময়ে নিজ ব্যয়ে একাদশ শ্রেণির বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) গ্রহণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক উত্তীর্ণ হতে হবে;

৫.৮ দ্বাদশ শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) -এ অকৃতকার্য হলে তাকে পরবর্তী বছর দ্বাদশ শ্রেণির বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) এর সময় নিজ ব্যয়ে দ্বাদশ শ্রেণির বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক উত্তীর্ণ হতে হবে;

৫.৯ কোনো শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয়ে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে বা অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হলে পরবর্তীতে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না এবং দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না;

৫.১০ কোনো শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয়ে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অনপুস্থিত থাকলে বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হলে পরবর্তীতে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না এবং একাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়ের প্রাপ্ত জিপি মূল ফলাফলে কোনো প্রভাব ফেলবে না;

৫.১১ দ্বাদশ শ্রেণিতে ঐচ্ছিক বিষয়ে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতকার্য হলে অন্যান্য সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ থাকলে ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত জিপি ২ অপেক্ষা বেশি হলে ২ এর অধিক জিপি যোগ করে জিপিএ নির্ধারণ করা হবে। ঐচ্ছিক বিষয়ে প্রাপ্ত জিপি ২ বা তার কম হলে এ জিপি মূল ফলাফলে যুক্ত হবে না;

৬. ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (Procedures of Continuous Assessment):

৬.১ তাত্ত্বিক বিষয়ে বা কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশে নির্ধারিত মোট নম্বরের ৬০% নম্বর বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার জন্য এবং ৪০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে;

মোহাম্মদ সাজ্জাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকৌ: ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
শেরেবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭

৬.২ ব্যবহারিক বিষয়ে বা কোনো বিষয়ের ব্যবহারিক অংশে নির্ধারিত মোট নম্বরের ৫০% নম্বর বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার জন্য এবং ৫০% নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত থাকবে;

৬.৩ তাত্ত্বিক বিষয়/বিষয়ের তাত্ত্বিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করবে এবং এর নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ (তাত্ত্বিক ধারাবাহিক অংশের মোট নম্বরের শতকরা হারে)ঃ

বর্ষমধ্য পরীক্ষা	ঃ	৫০%
ক্লাস টেস্ট, কুইজ টেস্ট ও এসাইনমেন্ট (ন্যূনতম ২টি করে)	ঃ	৪০%
উপস্থিতি (৮০% ও তার উর্ধ্বে আনুপাতিক হারে)	ঃ	১০%
মোট	ঃ	১০০%

[উপস্থিতির হার নির্ধারন ঃ

৯৫% বা এর উর্ধ্বে	১০%
৯০%-৯৪%	৯%
৮৫% - ৮৯%	৮%
৮০% - ৮৪ %	৭%

৬.৪ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করবে এবং এর নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ (ব্যবহারিক ধারাবাহিক অংশের মোট নম্বরের উপর ভিত্তি করে)ঃ

প্রতি জব এক্সপেরিমেন্ট এর জন্য নির্ধারিত নম্বর ঃ ১০

জব অনুশীলন	ঃ	৬
রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	ঃ	২
পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা অবলম্বন	ঃ	২
মোট	ঃ	১০

সকল জবের নম্বর ধারাবাহিকের জন্য নির্ধারিত মোট নম্বরে রূপান্তর করতে হবে।

প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রতিস্বাক্ষরিত এবং অভ্যন্তরিণ শিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বরপত্র বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৬.৫ বোর্ড পরীক্ষায় ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি অংশ (ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত)-এ পাস নম্বর হবে শতকরা ৩৩;

৬.৬ ক্লাস চলাকালে বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ১৭-১৮তম সপ্তাহে তাত্ত্বিক বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠান বর্ষমধ্য পরীক্ষা গ্রহণ করবে;

৬.৭ বর্ষমধ্য পরীক্ষার জন্য বিষয় শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিবেন। একই বিষয়ের জন্য একাধিক শিক্ষক থাকলে তারা যৌথভাবে বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্দেশক্রমে তাদের মধ্যে যে কোনো একজন শিক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন;

৬.৮ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নিয়ে ৫ সদস্যের পরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান পরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে বর্ষমধ্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সমন্বয়, পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা এবং পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন;

৬.৯ বর্ষমধ্য পরীক্ষার উত্তরপত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে পরীক্ষা কমিটি অন্য শিক্ষক দ্বারাও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করাতে পারবেন। তবে, একই বিষয়ে একাধিক শিক্ষক থাকলে পরীক্ষা কমিটি সংশ্লিষ্ট যেকোনো শিক্ষক দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করাতে পারবেন;

৬.১০ বর্ষমধ্য পরীক্ষার মূল্যায়িত উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদেরকে দেখার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করানোর পর নম্বরসহ উত্তরপত্র প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান উত্তরপত্র সংরক্ষণ করবেন;

৬.১১ হাজিরাসহ মূল্যায়নকৃত ব্যবহারিক কাজ ও উত্তরপত্র এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে ছয় মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৬.১২ প্রতিষ্ঠান প্রধান বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সরবরাহকৃত অগ্রগতি কার্ড (Progress Card) সংগ্রহ পূর্বক সংশ্লিষ্ট শিক্ষক দ্বারা যথাসময়ে পূরণের ব্যবস্থা করবেন;

৬.১৩ প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশনের জন্য কর্মক্ষেত্রে ৪(চার) সপ্তাহের বাস্তব প্রশিক্ষণ/শিল্প সংযুক্তি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট) এর ব্যবস্থা করবেন। সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা বা সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত প্রশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষক যৌথভাবে এ বাস্তব প্রশিক্ষণ তদারকি ও মূল্যায়ন করবেন। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীকে বাস্তব প্রশিক্ষণের উপর একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। বাস্তব প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপঃ

ক.	উপস্থিতি	ঃ	৩০ %
খ.	দৈনন্দিন কাজ	ঃ	৪০ %
গ.	দৈনন্দিন কাজের রেকর্ড	ঃ	১০ %
ঘ.	প্রতিবেদন	ঃ	২০ %
	মোটঃ		১০০ %

প্রশিক্ষক ও শিক্ষক উভয়ের যৌথ স্বাক্ষরিত বাস্তব প্রশিক্ষণের নম্বরপত্র বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে।

৭. চূড়ান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি (Procedures of Final Assessment) ঃ

৭.১ একাদশ শ্রেণি সমাপনান্তে একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা এবং দ্বাদশ শ্রেণি সমাপনান্তে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। উভয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি (রুটিন) প্রণয়ন ও পরীক্ষার কেন্দ্র নির্বাচন করে বোর্ড বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

৭.২ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়াংশের পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রের কেন্দ্রসচিব/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) -এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে;

৭.৩ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির তাত্ত্বিক বিষয়ের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের শেষে কেন্দ্রসচিব/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) ঐ দিনই উত্তরপত্রসমূহ সীল গালা করে বীমাকৃত পার্সেল ডাকযোগে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে প্রেরণ করবেন। তবে কোনো কারণে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দিন উত্তরপত্রসমূহ প্রেরণে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রের কেন্দ্রসচিব/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সেন্টার-ইন-চার্জ) সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে সীল গালাকৃত উত্তরপত্রসমূহ থানা/ট্রেজারীতে সংরক্ষন করবেন এবং জিডির কপিসহ পরের দিন সীল গালাকৃত উত্তরপত্রসমূহ বীমাকৃত পার্সেল ডাকযোগে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে প্রেরণ করবেন;

৭.৪ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়ের উত্তরপত্রসমূহ বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় এবং বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক দ্বারা যথাক্রমে মূল্যায়ন, নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত নিরীক্ষণ করা হবে;

৭.৫ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার তাত্ত্বিক বিষয়সমূহের ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে ফলাফলের কোন ধরনের আপত্তি থাকলে তা বোর্ড নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনঃ নিরীক্ষণের (Re-Scrutiny) আবেদনের সুযোগ থাকবে;

৭.৬ ব্যবহারিক বিষয়/বিষয়ের ব্যবহারিক অংশের চূড়ান্ত মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি শিক্ষক আভ্যন্তরিণ পরীক্ষক হিসেবে এবং বোর্ড অনুমোদিত অনাভ্যন্তরিণ পরীক্ষক যৌথভাবে সম্পন্ন করবেন এবং এর নম্বর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ (ব্যবহারিক চূড়ান্ত অংশের মোট নম্বরের শতকরা হারে):

জব /এক্সপেরিমেন্ট	ঃ	৬০ %
ক. জব	ঃ	৫০%
খ. পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা অবলম্বন	ঃ	১০ %
জব /এক্সপেরিমেন্ট রিপোর্ট	ঃ	২০ %
মৌখিক পরীক্ষা	ঃ	২০ %
মোট	ঃ	১০০ %

অভ্যন্তরিণ ও অনাভ্যন্তরিণ শিক্ষক উভয়ের যৌথ স্বাক্ষরিত ব্যবহারিক চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরপত্র পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার সাত দিনের মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

৭.৭ তাত্ত্বিক ধারাবাহিক মূল্যায়নে ও বোর্ড সমাপনী পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর এবং ব্যবহারিক ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বর এবং বাস্তব প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর একত্র করে বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় ফলাফল প্রস্তুত এবং যথারীতি ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

৮. ফলাফল ঘোষণা ও সনদ প্রদান (Declaration of Results and Issuance of Certificate)ঃ

৮.১ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় কোনো শিক্ষার্থী আবশ্যিক সকল বিষয়ে ন্যূনতম D গ্রেড পেলে তাকে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে। যে সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় সকল বিষয়ে কৃতকার্য হবে, সে সাল উত্তীর্ণ সাল হিসেবে বিবেচিত হবে;

৮.২ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় সকল আবশ্যিক বিষয়ে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্ত নম্বরের (Marks) এর ভিত্তিতে গ্রেড পয়েন্ট (GP) নির্ধারণপূর্বক ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত ও ঐচ্ছিক বিষয়সহ সমন্বিতভাবে প্রস্তুতকৃত Grade Point Average (GPA) আলোকে বোর্ড হতে এইচএসসি (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি) সনদপত্র প্রদান করা হবে। কোনো পরীক্ষার্থী এক/একাধিক আবশ্যিক বিষয়ে 'F' পেলে সনদপত্র পাবে না, তবে শিক্ষাগত মূল্যায়নপত্র প্রদান করা হবে;

৮.৩ একাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট (GP) এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত ও ঐচ্ছিক বিষয়সহ Grade Point Average (GPA) নির্ধারণপূর্বক শিক্ষাগত মূল্যায়নপত্র প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে উপধারা ২.১ এর বিষয় উল্লেখ থাকবে এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপধারা ৮.৫ প্রযোজ্য হবে ;

৮.৪ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের প্রাপ্ত নম্বরের (মার্কসের) সমন্বয়ে গ্রেড পয়েন্ট (GP) এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত ও ঐচ্ছিক বিষয়সহ Grade PointAverage (GPA) নির্ধারণপূর্বক শিক্ষাগত মূল্যায়নপত্র প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে উপধারা ২.৩ এর বিষয় উল্লেখ থাকবে এবং শিক্ষাগত মূল্যায়নপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে উপধারা ৮.৫ ও ৮.৬ প্রযোজ্য হবে;

মোহাম্মদ সাজ্জাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকৌ: ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৮.৫ শিক্ষার্থীদের নিমরূপ গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে মল্যায়ন করা হবে ঃ

প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণি ব্যাপ্তি	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০% হতে ১০০%	A+	৫.০০
৭০% হতে ৮০% এর নিচে	A	৪.০০
৬০% হতে ৭০% এর নিচে	A-	৩.৫০
৫০% হতে ৬০% এর নিচে	B	৩.০০
৪০% হতে ৫০% এর নিচে	C	২.০০
৩৩% হতে ৪০% এর নিচে	D	১.০০
০০% হতে ৩৩% এর নিচে	F	০

৮.৬ গড় গ্রেড পয়েন্ট হিসাব পদ্ধতি (Calculation of GPA):

নিম্নে একজন শিক্ষার্থীর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সমন্বিতভাবে বিষয়ভিত্তিক জিপির ভিত্তিতে জিপিএ হিসাব পদ্ধতি দেখানো হলো:

বিষয় কোড	আবশ্যিক বিষয়	শ্রেণির মোট নম্বর		বিষয়ের মোট নম্বর	প্রাপ্ত লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট
		একাদশ	দ্বাদশ			
১৮৩১	বাংলা	৮০	৭০	১৫০	A	৪.০০
১৮৩২	ইংরেজী	৯০	৭০	১৬০	A+	৫.০০
১৮৩৩	কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন	৭০	৭০	১৪০	A-	৩.৫০
১৮১৪	ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান	৮৫	-	৮৫	A+	৫.০০
১৮৩৯	হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ	৭৫	৮৫	১৬০	A+	৫.০০
১৮১৬	অর্থনীতি ও বাণিজ্য ভূগোল	৭০	-	৭০	A	৪.০০
১৮২৪	বিজনেস ইংলিশ এন্ড কমিউনিকেশন	-	৮০	৮০	A+	৫.০০
১৮৩৭	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা	৮৫	৭৫	১৬০	A+	৫.০০
১৮২৬	অফিস ম্যানেজমেন্ট	-	৭৫	৭৫	A	৪.০০
১৮৩৮	মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ	৭৮	৮২	১৬০	A+	৫.০০
**৩৮	**নৈর্বচনিক বিষয়**	১৪০	১৮০	৩২০	A+	৫.০০
**৮৩	সংশ্লিষ্ট স্পেশালাইজেশনে বাস্তব প্রশিক্ষণ	৬৫	৬০	১২৫	B	৩.০০
	প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং GPA (ঐচ্ছিক বিষয় ব্যতীত)				A	৪.৪৬
	ঐচ্ছিক বিষয়	৬৮	৭০	১৩৮	A-	৪.০০ (২ এর বেশি জিপি,জিপিএতে বিবেচনায় আসবে)
	প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং GPA (ঐচ্ছিক বিষয়সহ)				A	৪.৬৩

GPA without optional $= \frac{\sum GP \text{ (Compulsory Subject)}}{\text{No. of Compulsory Subject}}$

GPA with optional $= \frac{\sum GP \text{ (Compulsory Subject)} + \text{(Optional Subject earned GP-2)}}{\text{No. of Compulsory Subject}}$

৮.৭ মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীকে অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় শুধু তাত্ত্বিক অংশে পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার্থীর ফল উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের ফল বহাল থাকবে। তবে ঐচ্ছিক বিষয়ে মান উন্নয়নের সুযোগ নেই।

৯. শিক্ষার্থী বদলী (Student Transfer)ঃ

৯.১ শিক্ষার্থী বদলীর ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও স্পেশালাইজেশনের মিল থাকতে হবে;

৯.২ একাদশ শ্রেণির কোন শিক্ষার্থীর বদলীর আবেদন বিবেচনা করা হবে না;

মোহাম্মদ সাজজাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (কারিকুলাম)
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭

৯.৩ কেবল মাত্র দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা নতুন বর্ষের ক্লাস শুরু হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বদলীতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে;

৯.৪ বদলীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষরসহ বিমুক্তকারী ও গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশসহ ক্লাস শুরুর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বরাবর সোনালী ব্যাংক, আগারগাঁও শাখার অনুকূলে নির্ধারিত ফি এর ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদন করতে হবে;

৯.৫ কোন অকৃতকার্য বা রেফার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী বদলীতে ভর্তি হতে পারবে না;

৯.৬ সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী কেবল মাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী কেবল মাত্র বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

১০. পরীক্ষানুষ্ঠানের সমন্বিত শৃঙ্খলাবিধি (Integrated Regulation of Examination) ঃ

বোর্ডের অনুমোদিত সমন্বিত শৃঙ্খলাবিধি ও উপবিধি এ শিক্ষাক্রমের জন্য অনুসরণ করা হবে। এছাড়া সরকারের সময় সময়ে জারিকৃত পাবলিক এক্সামিনেশন এ্যাক্ট এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১১. সংরক্ষণ (Preservation)ঃ

এ প্রবিধানের ধারা/ধারাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকার শুধু বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে এবং বোর্ডের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

মোহাম্মদ সাজ্জাদ মুফতী
কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ (বিএম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকৌ: ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ
পরিচালক (কারিকুলাম)
বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭